ফেসবুকে পরিচয় থেকে বিয়ে, পাকিস্তানি যুবক এখন কুষ্টিয়ায়

ফেসবুকে পরিচয়, এরপর বন্ধুত্ব, ভালো লাগা আর নিয়মিত কথোপকথন। ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে, আর শেষ পর্যন্ত বিয়েতে।

দুই বছর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচিত হওয়া কুষ্টিয়ার লাবনী ও পাকিস্তানের পাঞ্জাবের বাসিন্দা ফারহানের সম্পর্ক এখন সংসারে রূপ নিয়েছে। বিয়ের পর পাকিস্তানে প্রায় ছয় মাস কাটিয়ে বর্তমানে স্ত্রীকে নিয়ে কুষ্টিয়ায় অবস্থান করছেন ফারহান। ভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি ও পারিবারিক পরিবেশের এই দম্পতিকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও তৈরি হয়েছে কৌতূহল।

কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়ার বাসিন্দা লাবনী। প্রায় দুই বছর আগে ফেসবুকের মাধ্যমে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের বাসিন্দা ফারহানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। শুরুতে সাধারণ বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাদের যোগাযোগ। তবে নিয়মিত কথা বলতে বলতে একসময় দুজনের মধ্যে তৈরি হয় ভালো লাগা।

পরিচয়ের শুরুর দিকে লাবনী একটি ফেক ফেসবুক আইডি ব্যবহার করতেন। ওই আইডিতে অন্য এক তরুণীর ছবি দেওয়া ছিল। ফারহান যখন তার আসল পরিচয় জানতে চান এবং ছবি দেখতে চান, তখন ভুল করে ওই তরুণীর ছবিই তাকে পাঠিয়ে দেন লাবনী। পরে ভিডিও কলে কথা বলার সময় বিষয়টি পরিষ্কার হয় এবং প্রকাশ পায় লাবনীর আসল পরিচয়।

তবে এ ঘটনায় তাদের যোগাযোগ থেমে যায়নি। বরং সত্য জানার পরও নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথাবার্তার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। একপর্যায়ে লাবনীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন ফারহান।

বিষয়টি দুই পরিবারকে জানানো হলে পরিবারের সম্মতিতেই বিয়ের প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়।

প্রায় সাত মাস আগে অনলাইনে বিয়ে করেন লাবনী ও ফারহান। এরপর ফারহান পাকিস্তানে নিয়ে গেলে দেশটির আইন অনুযায়ীও তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর প্রায় ছয় মাস পাকিস্তানে একসঙ্গে সংসার করেন তারা। পরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন ফারহান।

বর্তমানে কুষ্টিয়াতেই বসবাস করছেন এই দম্পতি।

দুই দেশের নাগরিক হলেও দাম্পত্য জীবন নিয়ে তাদের রয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। দুজনেরই ১০ বছরের ফ্যামিলি ভিসা রয়েছে বলে জানান তারা। বাংলাদেশে বসবাসের পাশাপাশি পাকিস্তানি পোশাক, বিশেষ করে থ্রি-পিস এনে অনলাইনে ব্যবসা করার পরিকল্পনাও করছেন এই দম্পতি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হওয়া সম্পর্ক যে কখনো কখনো দেশের সীমানাও পেরিয়ে যেতে পারে, লাবনী ও ফারহানের গল্প যেন তারই একটি উদাহরণ। ফেসবুকের পরিচয় থেকে শুরু হওয়া তাদের সম্পর্ক এখন কুষ্টিয়ার মাটিতে নতুন সংসারের পথচলা শুরু করেছে।

হঠাৎ ফেসবুকের ডেস্কটপ ভার্সন বন্ধ

প্রযুক্তির বিভ্রাটে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে মেটার মালিকানাধীন জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের ডেক্সটপ ভার্সন। রবিবার (১৯ জুলাই) দুপুর থেকে হঠাৎ প্ল্যাটফর্মটির ডেক্সটপ ভার্সনে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ ব্যবহারকারীরা।

ব্যবহারকারীরা অভিযোগ করেছেন, ফেসবুকে লগ-ইন করতে পারছেন না। অনেকে অ্যাপ বা ওয়েবসাইট লোড হতে দেরি হওয়া এবং ফিড আপডেট না হওয়ার মতো সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ডাউন ডিটেক্টরসহ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এই বিভ্রাটের তথ্য উঠে এসেছে।

ওয়েবসাইট বিভ্রাট পর্যবেক্ষণকারী প্ল্যাটফরম ডাউন ডিটেক্টরের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার দুপুর দেড়টা থেকে ফেসবুকের বিভিন্ন সেবা ব্যবহারে সমস্যা নিয়ে অভিযোগ আসতে থাকে।

মাত্র কয়েক মিনিটেই অভিযোগকারীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এদিকে অনেক ব্যবহারকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার)-এ গিয়ে #FacebookDown হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে সমস্যার

কথা জানান। কেউ কেউ ত্রুটির বার্তার স্ক্রিনশটও শেয়ার করেন।

ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অনলাইন জুয়াড়ি গাড়াডোবের ফয়সালসহ গ্রেফতার-৩

মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে পার্ট টাইম জবের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ঘরে বসেই আয় করুন। শুরুতে ভুক্তোভোগী পেয়েছিলেন অল্প কিছু লাভ। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই লাভের স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। ধাপে ধাপে খোয়াতে হয়েছে লাখ টাকা।

আর সেই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়েই রাজধানী ঢাকা থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এক ভয়ংকর সাইবার প্রতারণা চক্রের সন্ধান পেয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ডিবির তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ফেসবুকে চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলা হতো। এরপর টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের গোপন গ্রুপে যুক্ত করে “অনলাইন টাস্ক” সম্পন্নের নামে অর্থ বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করা হতো।

শুরুতে অল্প লাভ দেখিয়ে আস্থা অর্জন করলেও পরে বড় অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত চক্রটি।

মামলার নথি সূত্রে জানা গেছে, এক নারী ফেসবুকে প্রকাশিত একটি পার্ট-টাইম চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেন। পরে তাকে বিভিন্ন টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ আইডির মাধ্যমে “টাস্ক” সম্পন্ন করে লাভের আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রথমদিকে সামান্য লাভ পেলেও পরবর্তীতে তাকে বিকাশ, নগদ ও বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে বলা হয়। গত ১৩ মার্চ থেকে ২৩ মার্চের মধ্যে ধাপে ধাপে তার কাছ থেকে প্রায় ২ লাখ ৮ হাজার ৮৬০ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক চক্রটি।

পরে কোনো লাভ বা কাজ না পেয়ে প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি রাজধানীর কলাবাগান থানায় মামলা দায়ের করেন।

তদন্তে প্রযুক্তির সহায়তায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিবির সাইবার টিম মেহেরপুরের কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতার তথ্য পায়।

পরে গত ৭ ও ৮ মে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে রোহান আলী ওরফে রাকেশ (২০), মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে অনলাইন জুয়াড়ি ফয়সাল আহমেদ (২৮) এবং সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে রনি মিয়া (২৭)-কে।

ডিবি জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের সময় আসামিদের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন, কয়েকটি সিমকার্ড এবং প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত নগদ ১৭ হাজার ৪৪০ টাকা জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাতের কথা স্বীকার করেছে বলেও দাবি তদন্ত কর্মকর্তাদের।

মামলার তদন্তে আরও কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাঈদ মোহাম্মদ হাসান জোহা (৪৩) ও তার স্ত্রী নূরজাহান খাতুন (৩৯)। ডিবির দাবি, তারা ঢাকার মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় অবস্থান করে প্রতারণামূলক অর্থ লেনদেন পরিচালনা করতেন।

পরবর্তীতে ঢাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদেরও গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপির মিডিয়া উইং সূত্র জানিয়েছে, এর আগে গ্রেপ্তার হওয়া কয়েকজন আসামির জিজ্ঞাসাবাদ থেকেই রোহান আলী ওরফে রাকেশসহ অন্যদের নাম উঠে আসে। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাদের অবস্থান শনাক্ত করে মেহেরপুরে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, এটি একটি সংঘবদ্ধ সাইবার প্রতারণা চক্র। তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক, টেলিগ্রাম, টিকটক ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে চাকরি, অনলাইন ইনকাম ও বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করত।

এরপর মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করত। এ ঘটনায় শনিবার (৯ মে) গ্রেপ্তার তিন আসামির বিরুদ্ধে ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলেও আদালত তাদের

১ দিন করে মোট ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তাদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে চক্রটির আরও সদস্য, অর্থ লেনদেনের উৎস এবং আত্মসাৎ করা টাকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপরিদর্শক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘অনলাইনে পার্ট-টাইম চাকরি, বিনিয়োগ ও দ্রুত লাভের প্রলোভন দেখিয়ে একটি সংঘবদ্ধ চক্র দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল।

প্রযুক্তিনির্ভর তদন্তের মাধ্যমে মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, সিমকার্ড ও নগদ অর্থ জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

পরে তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করেন। চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ফেসবুকের নীল দুনিয়ায় গ্রন্থাগার হারিয়ে যাচ্ছে

১৮৫০ সালে যুক্তরাজ্যে পাবলিক লাইব্রেরি এ্যাক্ট পাশ হয়। যদিও সেই আইন পাশ করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অভিজাত ও রক্ষণশীল সদস্যগনের অনেকে শিক্ষা ও সচেতনতা তৈরীর কাজে রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের বিপক্ষে ছিলেন। তারপরেও আইনটি পাশ হয়ে যায়। ওই আইন পাশের পর ১৮৫৪ সালে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় ৫টি গণগ্রন্থাগার। এগুলো হলো যশোর, বগুড়া, রংপুর, বরিশাল ও হুগলি পাবলিক লাইব্রেরি। যেসময় এসব লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হয় সেসময়ও কলকাতা বিশ^বিদ্যালয় গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অধিকার পায়নি।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দ্য ব্রিটিশ ওয়ার্কম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, ইংল্যান্ডের কুম্ব্রিয়া অঞ্চলের আটটি গ্রামে একটি ভ্রাম্যমান

শহরের একপ্রান্তে হবার কারণেই এখানে পাঠক কমে গেছে।

জেলা শহরে আছে সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি (গ্রন্থাগার) আছে, কিন্তু প্রাণহীন। নেই পাঠকের কোলাহল। আলমারিতে বন্দি বই, হয়তো খোলাই হয় না বহুদিন। কোথাও বইয়ের কিছু সংগ্রহ আছে, তবে তাকে লাইব্রেরি বলা চলে না। কোথাও কোথাও লাইব্রেরিয়ান থাকলেও অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে বইগুলো, যেন অনেকটাই অভিভাবকহীন। এমনচিত্র মেহেরপুরের সরকারি-বেসরকারি লাইব্রেরি ও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। মানুষকে আলোকিত করতে শতবছর আগে ১৯২২ সালে এক দানশীল শহরের বুকে ৯৭ শতাংশ জমি দান করে তাঁদের স্বর্গীয় বাবার নামে প্রতিষ্ঠা করেন ‘যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী’। ১৯৩৯ সালে তদানীন্তন এসডিও এবং পদাধিকার বলে সভাপতি এ. আর. রহমান এই লাইব্রেরিটি সম্প্রসারণ করেন এবং নতুন নামকরণ করা হয় মেহেরপুর পাবলিক ক্লাব। স্বাধীনতা উত্তরকালে বেশ কয়েক বছর ক্লাবটি বন্ধ থাকে। ৮০র দশকে ফের লাইব্রেরিটি চালু হলেও ২০০০ খ্রিস্টাব্দকালীন সময় থেকে রাজনীতি, কমিটির মধ্যে অভ্যন্তরীন বিরোধসহ নানামুখি কারণে পাঠক খরা দেখা দেয়। কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে জেলার সবচেয়ে বয়স্ক এই গ্রন্থাগার ‘মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি’ আর খোলা হচ্ছেনা। লাইব্রেরিটি তালাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানটির লাইব্রেরিয়ান খন্দকার সামসুজ্জোহা সোহাগ একটি মামলায় পলাতক আছে। সাবেক এক লাইব্রেরিয়ানের বয়ানে- একটা সময় লাইব্রেরি নিয়ে কোন রাজনীতি ছিল না। এখন রাজনীতি জায়গা করেছে লাইব্রেরিতে।

মেহেরপুর জেলা শহরে আলেয়া কামেল মাদ্রসা লাইব্রেরি কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, সেটি মূলত লাইব্রেরি নয়, কক্ষের এককোণে আলমারিতে কিছু বই রাখা। শিক্ষার্থীরা বলছে, সেটিই নাকি তাদের লাইব্রেরি। শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার সম্পর্কে তেমন ধারণাই নেই।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভবনকে বুকে নিয়ে। সেই ভবনে কাগজ কলমে ২৯শ বইয়ে ভরা গ্রন্থাগার। তিনবছর আগে পাওয়া বই এখনও প্যাকেট বন্দি হয়ে। গ্রন্থাগারে এসএসসি পরীক্ষার কাগজপত্রসহ, স্কুলের পুরাতন খাতা ও অন্যান্য সামগ্রিতে ভরা। অনেকটা স্টোর রুম হিসেবেই ব্যবহার হচ্ছে গ্রন্থাগারটি। করোনাকালীন সময় থেকে কোনদিন গ্রন্থাগার খোলা হয়নি। বইগুলো রয়েছে দুরাবস্থায়। দির্ঘবছর লাইব্রেরিয়ান পদটি শূন্য। বিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষক মোসস্তাফিজুর রহমান ও ইংরেজি শিক্ষক বাসাদ আলী

করে নিয়েছে নতুন নতুন ডিভাইস।

আমাদের দেশের লাইব্রেরিগুলো বন্ধ হবার আরেকটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্ক এলিয়েট জাকার বার্গের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এই মাধ্যমটি এখন বিশে^র কোটি কোটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে নীল দুনিয়া মাধ্যমগুলো।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সভাপতি মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব ও যুগান্তর প্রতিনিধি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হো ক আয়, বাড়ুক পরিচিতি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ইদানিং ফেসবুক আর ইউটিউব খুবই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে অনেকেই পরিচিতি তৈরী করছেন সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে। এই মাধ্যম দুটি ব্যবহার করে কেউ প্রবাস জীবনের খুটিনাটি, কেউ আবার খাবার, কেউ আবার দর্শনীয় স্থান অথবা ইমিগ্রেশনের আদ্যপান্ত্য তুলে ধরছেন। জনপ্রিয় এই মাধ্যম টি হয়ে উঠছে অনেকের আয়ের উৎস।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন কানাডা প্রবাসী এক বাংলাদেশী পরিবার। ইমিপ্রেশন বা ফুড ব্লগিং নয়, তারা প্রচার করছেন লাইফ স্টাইল অথবা ট্রাভেল ব্লগিং। তাও আবার পুরোপুরি বাংলা ভাষাতেই। এই দম্পতি তাদের ক্যামেরায় তুলে আনছেন কানাডার সাসকাচোয়ান প্রদেশের সাসকাটুন শহরসহ আশেপাশের শহর ও প্রভিন্স। যেখানের থাকা বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের যাপিত জীবনের কাহিনী। বাংলা ভাষাভাষি মানুষের জীবন যাপনের গল্প কথা থাকছে তাদের চ্যানেলে। তাদের এই চ্যানেলে আপনি দেখবেন বিশ্বের অন্যতম আলোকিত শহর র “সাসকাটুন সাইন” “সাসকাটুন” এর প্রাকৃতিক দৃশ্য। এইসব দেখতে আপনাকে থাকতে হবে এই চ্যানেলটির সাথে। https://youtube.com/@BeautylevenCanada

কয়েকদিন আগে দেশে এসেছিলেন এই দম্পতি। প্রায় দশ বছর পর দেশে আসেন এই দম্পতি। সাথে ছিলেন তাদের একমাত্র সন্তান। সেই সময়ে আড্ডা জমে উঠে কানাডা প্রবাসী দম্পতি, ইউটিউবার বোরহান আহমেদ এবং রিজিয়া বোরহানের সাথে। দুজনেই কানাডিয়ান সিটিজেন এখন। আর দুজনেই কাজ করছেন সাসকাচুয়ান প্রভিন্স এর প্রভিন্সিয়াল Government Health এ। এই দুজনের জন্মই ঢাকায়। পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয় ২০০৫ সালে।

বোরহান আহমেদ ধানমন্ডি স্কুল আইডিয়াল কলেজ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন। বাংলাদেশে থাকাকালীন চাকরি করেছেন বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে বিক্রয় ও বিপণন ম্যানেজার হিসেবে। রিজিয়া বোরহান হোম ইকনোমিক্স কলেজ থেকে চাইল্ড সাইকোলজিতে অনার্স মাস্টার্স সম্পন্ন করে শিক্ষকতা করতেন ঢাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। বোরহান এবং রিজিয়ার সাথে কথা হচ্ছিল মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিং এ থাকা মামাতো বোন বর্নালীর বাসায়।

কেমন ছিলো আমাদের প্রবাস জীবনের শুরু, এই প্রশ্নের উত্তরে বোরহান দম্পতি জানালেন, প্রথম কয়েক বছর তারা বেশ চ্যালেঞ্জিং সময় পার করেছেন। নানা চড়াই- উতরাই পার হয়ে বর্তমানে তারা প্রভিনশিয়াল Government এর সাসকাচুয়ান হেলথ অথোরিটি (SASKATCHEWAN HEALTH AUTHORITY) তে কাজ করছেন।

সাসকাচুয়ান প্রভিন্স এর সাসকাটুন শহরে আসা এবং বসবাস করার শুরু থেকেই Bangladeshi Community Association of Saskatchewan (BCAS)এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি, ফাগুন উৎসব, স্বাধীনতা উৎসব, পহেলা বৈশাখ সহ জাতীয় সব অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে কাজে অংশ নেয়ায় বোরহান এবং রিজিয়া দম্পতি বাংলাদেশী কমিউনিটির সকলের নিকট ভীষণ জনপ্রিয় ।

বর্তমানে তারা Bangladeshi Community Association of Saskatchewan (BCAS) এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া পার্টনার হিসেবে তাদের কার্যক্রম Beautyleven Canada চালিয়ে যাচ্ছেন। Bangladeshi Students Association of University of Saskatchewan (BSAUS) এর মিডিয়া পার্টনার হিসেবেও বেশ জনপ্রিয় তারা।

ভিডিও করা, ছবি তোলা এবং সোশ্যাল মিডিয়া তা আপলোড করার ক্ষেত্রে বোরহানের বিশেষ ঝোক থাকায় করোনা কালীন সময়ে অনলাইন

বিজনেস শুরু করেন ‘বিউটিলেভেন কানাডা’র মাধ্যমে। অনলাইন বিজনেস ধীরে ধীরে প্রসার হওয়ায় ইউটিউবের ভাবনাও মাথায় আসে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ প্রথম ভিডিও আপলোড করেন। বর্তমানে বোরহান – রিজিয়া দম্পতি দুজনেই নিজেদের কাজ, সামাজিকতা আর পরিবারকে সময় দেয়ার পর বাকি সময়টা দিচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কানাডিয়ান বাংলাদেশীদের জীবনের গল্প বোরহান দম্পতির চোখ দিয়েই দেখতে শুরু করে দর্শকরা যারা কানাডা এবং এর বাংলাদেশি কমিউনিটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তারা দুজনেই বেশ সাবলীলভাবে তাদের লাইফ স্টাইল দেখিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। কানাডা– বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, খাওয়া-দাওয়া আর পজিটিভ জীবন যাপনের একটা আইকন হয়ে উঠছেন অনেক বাংলাদেশী তরুণ তরুণীদের এর কাছে।

প্রায় বছরখানেক আগে খোলা বিউটিলেভেন কানাডা তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি ফলোয়ার রয়েছে যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। বোরহান দম্পত্তির বেশ কয়েকটি কনটেন্ট দেখা হয়েছে কয়েক হাজার ঘন্টা করে। এই প্রথমবার ১০ বছর পর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর ফলোয়ারদের টানে বাংলাদেশে আসেন এই পরিবার। মাসখানেকের ছুটিতে ঢাকাতেই অবস্থান করছেন তারা।

ভবিষ্যতে কি করতে চান- এই প্রশ্নের উত্তরে এই দম্পতি জানালেন, তারা কনটেন্ট ক্রিয়েশনে আরও বেশি মনোযোগী হতে চান। মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান কানাডিয়ান বাংলাদেশী লাইফস্টাইল এর ধারণা। গ্লোবালাইজেশন এই যুগে বাংলাদেশের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন জনগোষ্ঠীর একটা বিশাল অংশ যারা কানাডায় যাচ্ছেন বা যাবেন, তাদের তথ্যের একটা উৎস আর চলার পথের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকতে চান Beautyleven Canada এর কর্ণধার বোরহান আহমেদ এবং রিজিয়া বোরহান। তাদের একমাত্র সন্তান ফাইয়াজ আহমেদ জারিফ গ্রেড ১০ এ পড়াশোনা করছেন। পাশাপাশি এই বিষয়েও আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

লেখক : উন্নয়ন কর্মী

ফেসবুক লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেওয়া তালেবকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয় গ্রামে ফেসবুক লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেওয়া আবু তালেবকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ।

ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ২দিন ধরে ডিবির একটি টিম যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের কয়েকটি গ্রামে অভিযান চালানোর পর বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, আবু তালেব শনিবার রাতে তেলের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় নিজ ফেসবুক আইডিতে লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে গালিগালাজ করে। যা রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধের শামিল।

উর্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাকে গ্রেফতারের জন্য দুই দিন ধরে তাকে যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অভিযান চালানো হয়। পরে গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে তাকে আটক করে প্রথমে ডিবি কার্যালয়ে এবং পরে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।